ঢাকা টাইমস, ১৮ এপ্রিল ২০২৪

মিয়ানমার সংকট সমাধানে একজনের খুশির জন্য বাকিদের নারাজ করবে না বাংলাদেশ: সেনা প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা টাইমস

মিয়ানমারে চলমান সংকট সমাধানে কোনো বিশেষ এক বন্ধুকে খুশি করতে বাকিদের নারাজ করবে না বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর ইস্কাটনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ-বিআইআইএসএস মিলনায়তেন প্রতিরক্ষা কূটনীতি বিষয়ক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমনটাই জানান সেনা প্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ।

কারণ হিসেবে তিনি বলেন, মিয়ানমারের কোনো কোনো জেনারেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। ফলে এই ঝুঁকি নেবে না বাংলাদেশ। এমন অবস্থায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে যা সম্ভব, তা করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন সেনা প্রধান।

শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর। যদিও দেশটির সামরিক বাহিনীর নিজস্ব জটিলতার কারণে সব সম্ভব হচ্ছে না। তবে সেনাবাহিনী সঠিক পথেই আছে।'

জাতীয় নীতি থেকে প্রতিরক্ষা কূটনীতি নির্ধারণ হলেও সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এই খাতে বাজেট ও বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ।

তিনি আরও বলেন, 'বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামরিক বাহিনীর পূর্নগঠনের সক্ষমতা আছে। জাতীয় স্বার্থ ও বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সামরিক বাহিনী সদা প্রস্তুত এবং জাতিসংঘের শান্তি রক্ষায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। বৈদেশিক নীতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তার সর্বোচ্চটুকু করছে।'

বিআইএসএস মিলনায়তনে 'Defence Diplomacy: Strategy for Bangladesh' শীর্ষক এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকার। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান।

সেমিনারে অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশি দূতাবাসের উর্দ্ধতন প্রতিনিধি, উর্দ্ধতন সামরিক কর্মকর্তা, সাবেক কূটনীতিক, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা। তারা মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে তাদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরে ধরেন।

এদিনের সেমিনারে চারটি বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপকগণ ও আলোচকরা তাদের আলোচনায় বলেন, একটি দেশের বৈদেশিক ও নিরাপত্তা নীতির উদ্দেশ্য পূরণে এবং কূটনৈতিক সম্পর্ককে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিরক্ষা কূটনীতি একটি কার্যকর কূটনৈতিক হাতিয়ার এবং সঙ্কট প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিরক্ষা কূটনীতিকে বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা দেশের জাতীয় স্বার্থ ও পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

বক্তরা আরও বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ-প্রতিরক্ষা কূটনীতির একটি দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশকে বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শনের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী এর গুরুত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের কূটনৈতিক অঙ্গনে প্রতিরক্ষা কূটনীতির ধারণা ও আবেদন বিস্তৃত হচ্ছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

United News of Bangladesh
18 April 2024
It is our duty to defend the motherland: Army Chief tells seminar
UNB NEWS

Chief of Army Staff General S M Shafiuddin Ahmed on Thursday said Bangladesh Army is doing everything in contributing to achieving Bangladesh's foreign policy and helping the country become a Sonar Bangla as dreamt by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"It is our duty to defend our motherland, to maintain sovereignty of the country and we remain prepared for that. We are doing everything," he said.

The army chief made the remarks while speaking at a seminar titled “Defence Diplomacy: Strategy for Bangladesh” hosted by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) at its auditorium.

Mentioning Bangabandhu’s foreign policy dictum “Friendship to all, malice towards none” he said they are doing everything to implement this foreign policy

“Diplomacy is nothing but an effort to achieve national interest in any form,” said the army chief, putting emphasis on sustained economic growth with maintaining national security.

He mentioned how the army, in aid to civil power, is doing a lot of nation building activities, disaster management efforts at home and abroad and doing some internal security duties.

The army chief said wherever there is an opportunity, whether it is told and untold, they take the opportunity and do everything for the benefits of Bangladesh.

Talking about military diplomacy, he said they need to enhance the capability by putting in more resources and budget. “We know how to do it but we should have that capability to do it.”

Regarding the Myanmar issue, the army chief said some of the military leaders in Myanmar are facing international sanctions and there is a risk of putting themselves in trouble.

“To make one friend happy, we cannot antagonize another. There are dynamics that we have to look into. Practical connotation has also been taken into consideration. We are doing our best and we are on the right track,” he said.

General Shafiuddin said they have indigenously produced some remotely operated vehicles which are good innovations for Bangladesh Army. “Thus, we are saving a lot of foreign currency as earlier we needed to import these equipment.”

He said military persons not only learn how to fight a war but also know how to prevent or avoid any war to achieve the national interest. “We are on the right track and we will not be failing in discharging our duties.”

At the same time, General Shafiuddin said they never forget the main role of military forces which is to protect the sovereignty of the country and they should be ready in doing that.

He said intention can change overnight but capability does not change overnight. “You are my friend today but what happens if you are not my friend tomorrow? We should be capable of defending our national interest, our motherland but the main foreign policy dictum says every tone for us.”

BIISS Chairman Ambassador AFM Gousal Azam Sarker and its Director General Major General Md Abu Bakar Siddique Khan, among others, spoke.

Chief of General Staff, Bangladesh Army Lieutenant General Waker-Uz-Zaman was also present in the seminar.

Dr ASM Ali Ashraf, Professor, Department of International Relations, University of Dhaka, spoke on “Evolving Notion of Defence Diplomacy and its Role in Achieving Foreign Policy Goals”; ASM Tarek Hassan Semul, Research Fellow, BIISS, talked about “Growing Geopolitical Competition: Challenges and Opportunities of Defence Diplomacy for Bangladesh”; Major General (Retd) Main Ullah Chowdhury, former Deputy Force Commander, United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) and A/FC, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), discussed on “Defence Diplomacy in United Nations and Other Overseas Missions: Horizon to Explore” and Air Vice Marshall (Retd) Mahmud Hussain, Distinguished Expert, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Aviation and Aerospace University (BSMRAAU), and former Ambassador, Brunei, made a presentation on “Existing Practices of Defence Diplomacy and Future Directions: The Case of Bangladesh”.

There was an open discussion session followed the presentations.

The speakers and discussants, during the open discussion session, noted that defence diplomacy has emerged as an effective diplomatic instrument and mechanism for crisis prevention to further a country's diplomatic ties vis-à-vis promoting its foreign and security policy objectives.

From Bangladesh's perspective, defence diplomacy is regarded as an important mechanism for using armed forces in a non-coercive manner that helps to attain the country's national interests and foreign policy goals, they said.

They also said that participation in the United Nations (UN) Peacekeeping missions - a form of defence diplomacy- is an avenue for Bangladesh to demonstrate its commitment towards global peace and stability as well as enhance its importance and influence worldwide.

The speakers mentioned that the concept and appeal of defence diplomacy are evolving in the diplomatic arena of Bangladesh.

Senior officials from different ministries, high officials from embassies and high commissions, former diplomats, senior civil and military officials, media, academia, researchers, faculties and students from various universities, and representatives from international organisations participated in the seminar and enriched it by presenting their valuable questions, opinions, comments, suggestions, and observations during the open discussion session.

News Bangla24.com
24 April 2024
মাতৃভূমি রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্তব্য: সেনাপ্রধান

জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কেবল যুদ্ধে লড়াই করাই শেখে না, বরং জাতীয় স্বার্থে কীভাবে যুদ্ধ প্রতিরোধ বা এড়াতে হয় তা-ও জানে। আমরা সঠিক পথেই আছি এবং আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবো না।'

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি অর্জনে অবদান রাখতে এবং দেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করায় অবদান রাখতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সবকিছু করছে।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে 'ডিফেন্স ডিপ্লোমেসি: স্ট্র্যাটেজি ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সূত্র: ইউএনবি

সেনাপ্রধান বলেন, 'মাতৃভূমিকে রক্ষা করা, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য এবং আমরা তার জন্য প্রস্তুত আছি। আমরা সবকিছুই করছি।'

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্র নীতির বাণী 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এই পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে আমরা সবকিছু করছি।'

জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রেখে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে সেনাপ্রধান বলেন, 'কূটনীতি যেকোনো ধরনের জাতীয় স্বার্থ অর্জনের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

বেসামরিক শক্তির সহায়তায় সেনাবাহিনী কীভাবে দেশে গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, দেশ-বিদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে সে কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

সেনাপ্রধান বলেন, 'যেখানেই সুযোগ আছে, তা প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ, আমরা সুযোগ গ্রহণ করি এবং বাংলাদেশের স্বার্থে সবকিছু করি।'

সামরিক কূটনীতির কথা বলতে গিয়ে জেনারেল শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আরও সম্পদ ও বাজেট বরাদ্দ করে তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। আমরা জানি কীভাবে এটা করতে হয়। কিন্তু আমাদের এটা করার সামর্থ্য থাকা উচিত।'

মিয়ানমার ইস্যু প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বলেন, 'মিয়ানমারের সামরিক নেতাদের কেউ কেউ আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হচ্ছেন এবং এখানে নিজেদের সমস্যায় ফেলার ঝুঁকি রয়েছে।

'এক বন্ধুকে খুশি করার জন্য আমরা আরেক বন্ধুর বিরোধিতা করতে পারি না। বেশকিছু বিষয় রয়েছে যা আমাদের খেয়াল করতে হবে। এসব ঘটনার প্রভাবও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি এবং আমরা সঠিক পথেই রয়েছি।'

জেনারেল শফিউদ্দিন বলেন, দূর থেকে চালানো যায় এমন কিছু যানবাহন দেশেই তৈরি হচ্ছে যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য বেশ উপকারে আসবে। আগে এসব যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হতো। তাই এখন আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।'

সেনাপ্রধান বলেন, ‘বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কেবল যুদ্ধে লড়াই করাই শেখে না, বরং জাতীয় স্বার্থে কীভাবে যুদ্ধ প্রতিরোধ বা এড়াতে হয় তা-ও জানে। আমরা সঠিক পথেই আছি এবং আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবো না।’

একইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সামরিক বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব। এটি তারা কখনও ভুলে যায় না এবং এ কাজে সবসময় তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

‘উদ্দেশ্য রাতারাতি পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু সক্ষমতা রাতারাতি পরিবর্তন হয় না। আজ আপনি আমার বন্ধু, আগামীকাল বন্ধু না-ও হতে পারেন। কিন্তু জাতীয় স্বার্থ, মাতৃভূমি রক্ষায় আমাদের সক্ষমতা থাকতে হবে- পররাষ্ট্রনীতির এই আদেশ আমাদের সবার জন্য সমান।’

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিআইআইএসএস চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকার ও মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান।

enprothomalo.com
18 April 2024

BIISS seminar

Can't please one friend at the cost of antagonizing another: Army Chief

Diplomatic Correspondent

Chief of Army Staff SM Shafiuddin Ahmed has stressed that one friendly state cannot be pleased at the cost of antagonizing another state.

The army chief was addressing a seminar on defence diplomacy organised Thursday afternoon by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS).

Dwelling on the suggestion whether there is a scope to engage with Myanmar, Genaral Shafiuddin Ahmed said, "Yes, we have engagement with military leaders and we do everything to do. Some of the Myanmar military leaders have international sanctions. So there is a risk of putting ourselves into trouble when you do that. Because all of us our friends. So to make one friend happy we cannot antagonize another."

"So we have to look into the dynamics at the same time practical connotation has to take into consideration. I like to ascertain that we are on the right track," the army chief added.

The army chief said it cannot be denied that all agencies of the government are working in the interests of the country. The best task is to search for opportunities and to work in favourable environment. It is not possible to achieve success alone. The big challenge is how to cooperate with everyone."

There may be misconception among many about defence diplomacy, but out diplomats understand the need for this very well."

Chief of General Staff (CGS) Lt. Gen. Waker-Uz-Zaman

SM Shafiuddin Ahmed said, "Military strategy is required for the country's interests and strategy and it is on this basis that we determine our position with various countries. There is no way to achieve this in an isolated manner. That is why we sometimes think of who will lend leadership, who will hold control. This can create problems."

Placing importance on having an agency to coordinate government work, the army chief said, "There are many things that we started but could not complete because it later was not in our hands. Whenever I found potential in the business sector, it later went to the commerce ministry. And so I support the proposal that has been made here and feel that an agency is required to ensure that integrated initiatives are taken so we do not lose what we achieve and to determine future initiatives."

Stressing the need to increase capacity, the army chief said that circumstances may change at any time, but capacity doesn't change suddenly. Today's friend may not be a friend tomorrow. We must be prepared to protect national interests and the motherland. The foreign policy's main mantra is 'friendship towards all and malice towards none'.

The army is doing everything to achieve the objective of the foreign policy. He said, "The main task of the armed forces is to protect the sovereignty of the country and we never forget this. We are always prepared."

Chief of General Staff (CGS) Lt. Gen. Waker-Uz-Zaman, speaking at the seminar, said, "There may be misconception among many about defence diplomacy, but out diplomats understand the need for this very well."

BIISS chairman FM Gausul Azam said, defence diplomacy functions on the larger dimension of foreign policy.

The Business Standard, 18 April 2024

Bangladesh boosts defence diplomacy with military equipment aid to Africa, Maldives

Bangladesh's armed forces are expanding their role in international relations by supplying locally produced military equipment to several African countries and the Maldives.

This development was highlighted by the Chief of Army Staff, General SM Shafiuddin Ahmed, at a seminar, titled "Defense Diplomacy: Strategy for Bangladesh", organised by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) on Thursday (18 April).

The seminar, held at the BIISS auditorium in the capital's Eskaton, saw General Shafiuddin announce the imminent shipment of thousands of military uniforms to the Central African Republic.

Additionally, Bangladesh plans to provide innovative, small, remote-controlled vehicles to the Gambian military, with similar equipment potentially destined for Congo and other African nations. The army chief also mentioned ongoing military vehicle assistance to the Maldives.

Addressing the complex situation in Myanmar, General Shafiuddin acknowledged past engagement with the Myanmar army. However, he noted that Western sanctions and other developments have made communication more challenging. Despite this, Bangladesh remains committed to a peaceful resolution of problems and continues its efforts to maintain friendly relations.

General Shafiuddin emphasised the importance of building Bangladesh's military capabilities for national security. "Intentions can change overnight, but capabilities cannot," he said.

The seminar, chaired by BIISS Chairman Ambassador AFM Gousal Azam Sarker, featured presentations from various experts.

Prof SM Ali Ashraf of Dhaka University discussed the evolving nature of defence diplomacy and its role in foreign policy. BIISS research fellow ASM Tarek Hasan Semul explored the challenges and opportunities presented by growing geopolitical competition for Bangladesh's defence diplomacy efforts.

Retired military officials Major General Main Ullah Choudhury and Air Vice Marshal Mahmud Hussain also delivered talks on the role of defence diplomacy in the United Nations and future directions for Bangladesh, respectively.

Chief of General Staff Lieutenant General Waker-Uz-Zaman was also present at the seminar.

Dhaka Tribune, 18 April 2024

Army Chief: Bangladesh military's global contribution transcends peacekeeping

'UN peacekeeping missions can show Bangladesh's commitment towards global peace'

https://www.dhakatribune.com/344305

Chief of Army Staff General SM Shafiuddin Ahmed has said that the Bangladesh military is contributing not only through peacekeeping missions but also in various other capacities worldwide following the country’s foreign policy.

He also highlighted that military personnel are trained not just for combat but also for conflict prevention and resolution to safeguard national interests.

General Shafiuddin Ahmed made these remarks during his address at a seminar titled "Defence Diplomacy: Strategy for Bangladesh" on Thursday.

The seminar, organized by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS), featured General Shafiuddin Ahmed as the chief guest.

Ambassador AFM Gousal Azam Sarkar, chairman of BIISS, presided over the seminar. Major General Md Abu Bakar Siddique Khan, director general of BIISS, delivered the opening remarks. Lieutenant General Waker-Uz-Zaman, chief of general staff, Bangladesh Army was also present at the seminar.

Senior officials from different ministries, high officials from embassies and high commissions, former diplomats, senior civil and military officials, media, academia, researchers, faculties and students from various universities, and representatives from international organizations participated in the seminar.

Professor of International Relations at Dhaka University ASM Ali Ashraf elaborated on the evolving concept of defense diplomacy and its role in advancing foreign policy objectives.

BIISS Research Fellow ASM Tarek Hassan Semul addressed the growing geopolitical competition, focusing on the challenges and opportunities of defense diplomacy for Bangladesh.

Retired Major General Main Ullah Chowdhury shared insights on defense diplomacy within the United Nations and other international missions, emphasizing avenues for exploration.

Retired Air Vice Marshal Mahmud Hussain discussed current practices of defense diplomacy and future trajectories, with a specific focus on Bangladesh.

The speakers said from Bangladesh's perspective, defense diplomacy is regarded as an important mechanism for using armed forces in a non-coercive manner that helps to attain the country's national interests and foreign policy goals.

They also said that participation in the United Nations Peacekeeping missions—a form of defense diplomacy—is an avenue for Bangladesh to demonstrate its commitment towards global peace and stability as well as enhance its importance and influence worldwide.

Five tasks

The army chief said: "Diplomacy is nothing but an effort by any member of a country with a foreign country to achieve national interest by any form you can define in so many ways."

For Bangladesh, he said, the sustained economic development by maintaining national security will be prime national interest. "So, whatever we do to achieve them, I think it is all falling in the same line."

He highlighted the five tasks the Bangladesh military performs.

“First, it is our duty to defend our motherland, maintain sovereignty of the country, and we remain prepared for that. Second, innate to civil power, we do a lot of nation building activities. Third, we do disaster management. And this disaster management sometimes goes beyond our national boundary. He said Bangladesh military contributed to disaster management areas in China, India, Sri Lanka, Maldives, Philippines, Kuwait and Turkey, among others.

“Fourth, in aid to civil power, the army also does some internal security duties. He cited Chittagong Hill tracts as an example. The fifth thing that we do is our overseas employment,” he said.

“And it's not limited to only through the UN peacekeeping operation. It goes beyond that,” he said, citing the example of Kuwait where more than 5,500 people are employed. All of them are not military.

“We have employed a good number of civilians over there, though it is known to be an army unit,” the army chief said, terming it a contribution of Bangladesh army to national interest.

“So while we have military engagement, keeping in mind to achieve our national interest, any action to me is military diplomacy.”

He said when he interviews contingent commanders for UN peacekeeping missions or while talking to them, “we advise at any level that, remember while you are doing this mission, you are also an ambassador of Bangladesh. So do not do anything which defames Bangladesh. Do everything that brings name and fame for Bangladesh that's meaningful, the soft power and that helps for subsequent engagement of Bangladesh to that country for the benefit of Bangladesh. So these are inbuilt. This has not started now, it is always there.”

He said the defense policy has given “a clear guideline of our engagement in achieving this national interest that you might call defense diplomacy or military diplomacy.”

He also emphasized better coordination among different departments of the government.

“There is no denying the fact that all the organs of the government are working in achieving national interest. It is only better to find opportunities or the most conducive environment to work together. It is impossible to succeed alone and how to collaborate, that is the challenge.”

Contribution beyond peacekeeping

The Army chief said the chief of general staff will very soon go to Central Africa to hand over a few thousand pairs of military uniforms to them.

“And also, we are giving some other gears to some of the countries,” he said.

“We have indigenously produced some remotely operated vehicles, which is a good innovation for the Bangladesh Army. And thus, we are saving a lot of foreign currency which earlier we needed to import. And we are going to hand over some of the equipment to the Peruvian army also very soon,” he said.

“So, this will also help us in growing our relation, especially in the context of UN peacekeeping, because this initiative came in while we had been discussing one of the platforms where the member states can help each other in capacity building. And Bangladesh said that we will be doing this for the Peruvian army.

“So, it's giving one insight to many that Bangladesh is capable of contributing not only in the form of peacekeeper troops, but also in the other form. We also did the same with Gambia,” he said.

“We have agreed to give some of the equipment and things to the Gambian army and thereby we will have in future joint forces operating the Gambian and Bangladesh army together in UN peacekeeping operations.”

“We have also handed over military vehicles to Maldives armies. We are doing this very regularly, so we are on the right track.”

He, however, said as military personnel, they do not only learn how to fight a war, but also how to prevent or avoid a war to achieve our national interest.

The National Defense College is never aimed at teaching you the art of warfare, rather how to avoid war or how to enhance their diplomatic capabilities, he said.

“But at the same time, we never forget that the main role of the military forces is to protect the sovereignty of the country. That is our primary goal. And we should be ready to do that.

“Intention can change overnight, but capabilities do not change overnight. You are my friend today. What happens if you are not my friend tomorrow? So we should be capable of defending our national interest, our motherland, and be capable of,” he said.

“But the main foreign policy dictum, set by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman - friendship to all, malice towards none - has set every tone for us.

“And I would like to give you a word that as chief of Bangladesh Army, Bangladesh army is doing everything in contributing, in achieving that foreign policy,” he asserted.

“And wherever there is an opportunity, whether it is told or untold, we grab and do everything so that it only fetches benefits for Bangladesh and Bangladesh becomes Sonar Bangladesh as dreamt by our father of the nation.”

Engagement with Myanmar military

There was a suggestion about Myanmar that whether Bangladesh has a scope to engage more with Myanmar military leaders to narrow down the gap.

The army chief, however, said some of the Myanmar military leaders face international sanctions.

“So there is a risk of, you know, putting ourselves into trouble while you do that because all (of the countries) are our friends. So to make one friend happy, we cannot antagonize another one,” he said.

“So it's a dynamic that we have to look into and at the same time the practical connotation has to be taken into consideration. And I would like to ascertain that we are doing our best and we are on the right track.”

Daily Sun, 18 April 2024

It is our duty to defend the motherland: Army Chief tells seminar

UNB, Dhaka

Chief of Army Staff General S M Shafiuddin Ahmed on Thursday said that the Bangladesh Army is doing everything to contribute to achieving Bangladesh’s foreign policy and helping the country become a Sonar Bangla as dreamt by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

“It is our duty to defend our motherland and to maintain the sovereignty of the country, and we remain prepared for that. We are doing everything,” he said.

The army chief made the remarks while speaking at a seminar titled “Defence Diplomacy: Strategy for Bangladesh” hosted by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) at its auditorium.

Mentioning Bangabandhu’s foreign policy dictum, “Friendship to all, malice towards none,” he said they are doing everything to implement this foreign policy.

“Diplomacy is nothing but an effort to achieve national interest in any form,” said the army chief, emphasising sustained economic growth while maintaining national security.

He mentioned how the army, in aid of civil power, is doing a lot of nation-building activities, disaster management efforts at home and abroad, and some internal security duties.

The army chief said wherever there is an opportunity, whether it is told or untold, they take the opportunity and do everything for the benefit of Bangladesh.

Talking about military diplomacy, he said they need to enhance the capability by putting in more resources and budgets. “We know how to do it, but we should have the capability to do it.”

Regarding the Myanmar issue, the army chief said some of the military leaders in Myanmar are facing international sanctions, and there is a risk of putting themselves in trouble.

“To make one friend happy, we cannot antagonize another. There are dynamics that we have to look into. Practical connotation has also been taken into consideration. We are doing our best, and we are on the right track,” he said.

General Shafiuddin said they have indigenously produced some remotely operated vehicles, which are good innovations for the Bangladesh Army. “Thus, we are saving a lot of foreign currency, as earlier we needed to import this equipment.”

He said military personnel not only learn how to fight a war but also know how to prevent or avoid any war to achieve the national interest. “We are on the right track, and we will not be failing in discharging our duties.”

At the same time, General Shafiuddin said they never forget the main role of military forces, which is to protect the sovereignty of the country, and they should be ready to do that.

He said intention can change overnight, but capability does not change overnight. “You are my friend today, but what happens if you are not my friend tomorrow? We should be capable of defending our national interest and our motherland, but the main foreign policy dictum says every tone for us.”

BIISS Chairman Ambassador AFM Gousal Azam Sarker and its Director General Major General Md Abu Bakar Siddique Khan, among others, spoke.

Chief of General Staff, Bangladesh Army Lieutenant General Waker-Uz-Zaman was also present at the seminar.

Dr ASM Ali Ashraf, Professor, Department of International Relations, University of Dhaka, spoke on “Evolving Notion of Defence Diplomacy and its Role in Achieving Foreign Policy Goals”; ASM Tarek Hassan Semul, Research Fellow, BIISS, talked about “Growing Geopolitical Competition: Challenges and Opportunities of Defence Diplomacy for Bangladesh”; Major General (Retd) Main Ullah Chowdhury, former Deputy Force Commander, United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) and A/FC, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), discussed on “Defence Diplomacy in United Nations and Other Overseas Missions: Horizon to Explore” and Air Vice Marshall (Retd) Mahmud Hussain, Distinguished Expert, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Aviation and Aerospace University (BSMRAAU), and former Ambassador, Brunei, made a presentation on “Existing Practices of Defence Diplomacy and Future Directions: The Case of Bangladesh”.

There was an open discussion session following the presentations.

The speakers and discussants, during the open discussion session, noted that defence diplomacy has emerged as an effective diplomatic instrument and mechanism for crisis prevention to further a country’s diplomatic ties vis-à-vis promoting its foreign and security policy objectives.

From Bangladesh’s perspective, defence diplomacy is regarded as an important mechanism for using armed forces in a non-coercive manner that helps to attain the country’s national interests and foreign policy goals, they said.

They also said that participation in the United Nations (UN) peacekeeping missions, a form of defence diplomacy, is an avenue for Bangladesh to demonstrate its commitment towards global peace and stability as well as enhance its importance and influence worldwide.

The speakers mentioned that the concept and appeal of defence diplomacy are evolving in the diplomatic arena of Bangladesh.

Senior officials from different ministries, high officials from embassies and high commissions, former diplomats, senior civil and military officials, media, academia, researchers, faculties, and students from various universities, and representatives from international organisations participated in the seminar and enriched it by presenting their valuable questions, opinions, comments, suggestions, and observations during the open discussion session.

ইনকিলাব, ১৮ এপ্রিল ২০২৪

এক বন্ধুকে খুশি করতে অন্যের বিরাগভাজন হতে পারি নাসেনাপ্রধান -

এক বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে যেন অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে না হয়, এ বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করেছেন সেনাপ্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) আয়োজিত প্রতিরক্ষা ক,টনীতিবিষয়ক সেমিনারে সেনাপ্রধান এ কথা বলেন। রাজধানীতে বিস মিলনায়তনে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেনাপ্রধান বলেছেন, মিয়ানমারের নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু আপনারা জানেন, মিয়ানমারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা নিজেদের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়ার মতো। কারণ, সব দেশই আমাদের বন্ধু। কাজেই একটি বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে পারি না। এই বাস্তবতা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়।

সেনাপ্রধান বলেন, এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে সরকারের সব সংস্থাই দেশের স্বার্থের জন্য কাজ করে। সুযোগ খুঁজে বের করা এবং সহায়ক পরিবেশে কাজ করা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বিষয়। একা একা সফলতা অর্জন করা অসম্ভব। কীভাবে সবার সঙ্গে সহযোগিতা করা যায়, সেটি হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ।

এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের স্বার্থ ও কৌশলের জন্য সামরিক কৌশল দরকার এবং এটির মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের অবস্থান ঠিক করি। বিচ্ছিন্নভাবে এটি অর্জন করার সুযোগ নেই। মাঝেমধ্যে আমাদের তাই ভাবনা আসে, কে নেতৃত্ব দেবে বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে। এটি কখনো কখনো সমস্যার তৈরি করে।

সরকারি কাজ সমন্বয়ের জন্য একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, অনেক বিষয় আছে, যেটি আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ করতে পারিনি। কারণ, পরবর্তীতে সেটি আমাদের হাতে থাকেনি। যখনই আমি ব্যবসা খাতের জন্য একটি সম্ভাবনা খুঁজে বের করলাম, সেটি পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চলে যায়। কাজেই এখানে যে প্রস্তাব

এসেছে, সেটি আমি সমর্থন করি এবং মনে করি, একটি সংস্থা দরকার, যেটি সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করবে যার মাধ্যমে যেটি অর্জন করা হয়েছে, সেটি হারিয়ে যাবে না এবং এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঠিক করবে।

নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, অভিপ্রায় হঠাৎ করে বদলে যেতে পারে। কিন্তু সক্ষমতা হঠাৎ করে বদলায় না। আজ একজন বন্ধু আছে কিন্তু কাল সে বন্ধু নাও থাকতে পারে। জাতীয় স্বার্থ ও মাতৃভ‚মি সুরক্ষার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র "সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়" এবং সামরিক বাহিনী পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সবকিছু করছে।' তিনি বলেন, সামরিক বাহিনীর মূল কাজ হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং আমরা এটি কখনো ভুলি না। আমরা সব সময় এর জন্য তৈরি।

চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার উজ্জামান অনুষ্ঠানে বলেন, অনেকের হয়তো প্রতিরক্ষা ক‚টনীতি নিয়ে ভুল ধারণা আছে কিন্তু আমাদের ক‚টনীতিকেরা এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি খুব ভালোমতো বোঝেন। বিসের চেয়ারম্যান এফ এম গওসুল আজম সরকার বলেন, বৃহৎ পররাষ্ট্রনীতির পরিসরে প্রতিরক্ষা ক‚টনীতি কাজ করে।

নয়াদিগন্ত, ১৮ এপ্রিল ২০২৪

মাতৃভূমি রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্তব্য : সেনাপ্রধান

নয়া দিগন্ত অনলাইন

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি অর্জনে অবদান রাখতে এবং দেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করায় অবদান রাখতে সবকিছু করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
তিনি বলেন, 'আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করা, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য এবং আমরা তার জন্য প্রস্তুত আছি। আমরা সবকিছুই করছি।'

বৃহস্পতিবার (১৯ এপ্রিল) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে 'ডিফেন্স ডিপ্লোমেসি : স্ট্র্যাটেজি ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন সেনাবাহিনী প্রধান।
বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির বাণী 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে তারা সবকিছু করছেন।

জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রেখে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে সেনাপ্রধান বলেন, ‘কূটনীতি যেকোনো ধরনের জাতীয় স্বার্থ অর্জনের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।’

বেসামরিক শক্তির সহায়তায় সেনাবাহিনী কীভাবে দেশে গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, দেশে-বিদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বও পালন করছে সে কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

সেনাপ্রধান বলেন, যেখানেই সুযোগ আছে, তা প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ, তারা সুযোগ গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের স্বার্থে সবকিছু করেন।
সামরিক কূটনীতির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আরো সম্পদ ও বাজেট বরাদ্দ করে তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। ‘আমরা জানি কিভাবে এটা করতে হয়, কিন্তু আমাদের এটা করার সামর্থ্য থাকা উচিত।’

মিয়ানমার ইস্যু প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বলেন, মিয়ানমারের সামরিক নেতাদের কেউ কেউ আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হচ্ছেন এবং এখানে নিজেদের সমস্যায় ফেলার ঝুঁকি রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ‘এক বন্ধুকে খুশি করার জন্য আমরা আরেক বন্ধুর বিরোধিতা করতে পারি না। বেশকিছু বিষয় রয়েছে যা আমাদের খেয়াল করতে হবে। এসব ঘটনার প্রভাবও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি এবং আমরা সঠিক পথেই আছি।’

জেনারেল শফিউদ্দিন বলেন, দূর থেকে চালানো যায় এমন কিছু যানবাহন তারা দেশেই তৈরি করেছেন যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য বেশ উপকারে আসবে।
তিনি আরো বলেন, ‘এসব যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হতো, তাই এখন আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।’

সেনাবাহিনী কেবল যুদ্ধে লড়াই করাই শেখে না, বরং জাতীয় স্বার্থে কীভাবে যুদ্ধ প্রতিরোধ বা এড়াতে হয় তাও জানে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমরা সঠিক পথেই আছি এবং আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হব না।’

একইসাথে জেনারেল শফিউদ্দিন বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা সামরিক বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব। এটি তারা কখনো ভুলে যান না এবং এ কাজে সবসময় তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

উদ্দেশ্য রাতারাতি পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু সক্ষমতা রাতারাতি পরিবর্তন হয় না মন্তব্য করে সেনাপ্রধান বলেন, ‘আজ আপনি আমার বন্ধু, আগামীকাল বন্ধু নাও হতে পারেন।

কিন্তু জাতীয় স্বার্থ, মাতৃভূমি রক্ষায় আমাদের সক্ষমতা থাকতে হবে- পররাষ্ট্রনীতির এই আদেশ আমাদের সবার জন্য সমান।'

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকার, মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান।

বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৮ এপ্রিল ২০২৪

এক বন্ধুকে খুশি করতে অন্যের বিরাগভাজন হতে পারি না : সেনাপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, এক বন্ধুকে খুশি করতে গিয়ে আমরা অন্যের বিরাগভাজন হতে পারি না। কারণ, সব দেশই আমাদের বন্ধু।

বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর রমনায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) মিলনায়তনে প্রতিরক্ষা কূটনীতিবিষয়ক সেমিনারে এ কথা বলেন সেনাপ্রধান।

সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, মিয়ানমারের নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু আপনারা জানেন, মিয়ানমারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা নিজেদের ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়ার মতো। কারণ, সব দেশই আমাদের বন্ধু। কাজেই একটি বন্ধু রাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে পারি না। এই বাস্তবতা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়।

সেনাপ্রধান বলেন, এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে সরকারের সব সংস্থাই দেশের স্বার্থের জন্য কাজ করে। সুযোগ খুঁজে বের করা এবং সহায়ক পরিবেশে কাজ করা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বিষয়। একা একা সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব। কীভাবে সবার সঙ্গে সহযোগিতা করা যায়, সেটি হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ।

নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, অভিপ্রায় হঠাৎ করে বদলে যেতে পারে। কিন্তু সক্ষমতা হঠাৎ করে বদলায় না। আজ একজন বন্ধু আছে কিন্তু কাল সে বন্ধু না–ও থাকতে পারে। জাতীয় স্বার্থ ও মাতৃভূমি সুরক্ষার জন্য আমাদের তৈরি

থাকতে হবে। পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়’ এবং সামরিক বাহিনী পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সবকিছু করছে।

জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের স্বার্থ ও কৌশলের জন্য সামরিক কৌশল দরকার এবং এটির মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের অবস্থান ঠিক করি। বিচ্ছিন্নভাবে এটি অর্জন করার সুযোগ নেই। মাঝেমধ্যে আমাদের তাই ভাবনা আসে, কে নেতৃত্ব দেবে বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে। এটি কখনো কখনো সমস্যার তৈরি করে।

তিনি বলেন, সামরিক বাহিনীর মূল কাজ হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং আমরা এটি কখনো ভুলি না। আমরা সব সময় এর জন্য তৈরি।

সরকারি কাজ সমন্বয়ের জন্য একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, অনেক বিষয় আছে, যেটি আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ করতে পারিনি। কারণ, পরবর্তীতে সেটি আমাদের হাতে থাকেনি। যখনই আমি ব্যবসা খাতের জন্য একটি সম্ভাবনা খুঁজে বের করলাম, সেটি পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চলে যায়। কাজেই এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, সেটি আমি সমর্থন করি এবং মনে করি, একটি সংস্থা দরকার, যেটি সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করবে যার মাধ্যমে যেটি অর্জন করা হয়েছে, সেটি হারিয়ে যাবে না এবং এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঠিক করবে।

অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার উজ্জামান বলেন, অনেকের হয়তো প্রতিরক্ষা কূটনীতি নিয়ে ভুল ধারণা আছে কিন্তু আমাদের কূটনীতিকেরা এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি খুব ভালো মতো বোঝেন।

বিসের চেয়ারম্যান এ এফ এম গওসুল আজম সরকার বলেন, বৃহৎ পররাষ্ট্রনীতির পরিসরে প্রতিরক্ষা কূটনীতি কাজ করে।

Bangladesh Sangbad Sangstha, 18 April 2024

Main role of military forces to protect country's sovereignty: Army Chief

DHAKA, April 18, 2024 (BSS) - Chief of Army Staff General S M Shafiuddin Ahmed today said Bangladesh Army never forgets that the main role of military forces is to protect the sovereignty of the country.

"We never forget the main role of military forces is to protect the sovereignty of the country. That is our prime duty and we should be ready to doing that," he said.

The army chief was addressing as the chief guest a seminar titled "Defence Diplomacy: Strategy for Bangladesh" organized by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) at its auditorium.

Describing the military diplomacy, he said intention can change overnight but capability does not change overnight.

"You are my friend today but what happens if you are not my friend tomorrow? We should be capable of defending our national interest, our motherland but the main foreign policy dictum says every tone for us," he said.

Noting that Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's foreign policy dictum "Friendship to all, malice towards none", General
S M Shafiuddin said Bangladesh Army is doing everything in contributing to achieving that foreign policy.

"Whenever there is any opportunity whether it is told or untold we grab and do everything so that it only benefits Bangladesh and Bangladesh becomes a Sonar Bangla as dreamt by our Father of the Nation," he said.

The Army Chief said military persons not only learn how to fight a war but also know how to prevent or avoid any war to achieve the national interest.

Diplomacy is nothing but an effort to achieve national interest in any form, he added.

BIISS Chairman Ambassador AFM Gousal Azam Sarker chaired the seminar while its Director General Major General Md Abu Bakar Siddique Khan delivered the welcome address.

Chief of General Staff, Bangladesh Army Lieutenant General Waker-Uz-Zaman was also present in the seminar.

The Financial Express, 18 April 2024

It is our duty to defend motherland: Army Chief tells seminar

Chief of Army Staff General S M Shafiuddin Ahmed on Thursday said Bangladesh Army is doing everything to contribute to achieving Bangladesh's foreign policy and helping the country become a Sonar Bangla, as dreamt by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"It is our duty to defend our motherland and to maintain the sovereignty of the country, and we remain prepared for that. We are doing everything," he said.

The army chief made the remarks while speaking at a seminar titled "Defence Diplomacy: Strategy for Bangladesh" hosted by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) at its auditorium.

Mentioning Bangabandhu's foreign policy dictum, "Friendship to all, malice towards none", he said they are doing everything to implement this foreign policy

"Diplomacy is nothing but an effort to achieve national interest in any form," said the army chief, putting emphasis on sustained economic growth by maintaining national security.

He mentioned how the army, in aid of civil power, is doing a lot of nation-building activities, disaster management efforts at home and abroad, and doing some internal security duties.

The army chief said wherever there is an opportunity, whether it is told and untold, they take the opportunity and do everything for the benefits of Bangladesh.

Talking about military diplomacy, he said they need to enhance the capability by putting in more resources and budget. "We know how to do it but we should have that capability to do it."

Regarding the Myanmar issue, the army chief said some of the military leaders in Myanmar are facing international sanctions and there is a risk of putting themselves in trouble.

"To make one friend happy, we cannot antagonize another. There are dynamics that we have to look into. Practical connotation has also been taken into consideration. We are doing our best and we are on the right track," he said.

General Shafiuddin said they have indigenously produced some remotely operated vehicles which are good innovations for Bangladesh Army. "Thus, we are saving a lot of foreign currency as earlier we needed to import these equipment."

He said military persons not only learn how to fight a war but also know how to prevent or avoid any war to achieve the national interest. "We are on the right track and we will not be failing in discharging our duties."

At the same time, General Shafiuddin said they never forget the main role of military forces which is to protect the sovereignty of the country and they should be ready in doing that.

He said intention can change overnight but capability does not change overnight. “You are my friend today but what happens if you are not my friend tomorrow? We should be capable of defending our national interest, our motherland but the main foreign policy dictum says every tone for us.”

BIISS Chairman Ambassador AFM Gousal Azam Sarker and its Director General Major General Md Abu Bakar Siddique Khan, among others, spoke.

Chief of General Staff, Bangladesh Army Lieutenant General Waker-Uz-Zaman was also present in the seminar.

Dr ASM Ali Ashraf, Professor, Department of International Relations, University of Dhaka, spoke on “Evolving Notion of Defence Diplomacy and its Role in Achieving Foreign Policy Goals”; ASM Tarek Hassan Semul, Research Fellow, BIISS, talked about “Growing Geopolitical Competition: Challenges and Opportunities of Defence Diplomacy for Bangladesh”; Major General (Retd) Main Ullah Chowdhury, former Deputy Force Commander, United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) and A/FC, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), discussed on “Defence Diplomacy in United Nations and Other Overseas Missions: Horizon to Explore” and Air Vice Marshall (Retd) Mahmud Hussain, Distinguished Expert, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Aviation and Aerospace University (BSMRAAU), and former Ambassador, Brunei, made a presentation on “Existing Practices of Defence Diplomacy and Future Directions: The Case of Bangladesh”.

There was an open discussion session followed the presentations.

The speakers and discussants, during the open discussion session, noted that defence diplomacy has emerged as an effective diplomatic instrument and mechanism for crisis prevention to further a country’s diplomatic ties vis-à-vis promoting its foreign and security policy objectives.

From Bangladesh’s perspective, defence diplomacy is regarded as an important mechanism for using armed forces in a non-coercive manner that helps to attain the country’s national interests and foreign policy goals, they said.

They also said that participation in the United Nations (UN) Peacekeeping missions - a form of defence diplomacy- is an avenue for Bangladesh to demonstrate its commitment towards global peace and stability as well as enhance its importance and influence worldwide.

The speakers mentioned that the concept and appeal of defence diplomacy are evolving in the diplomatic arena of Bangladesh.

Senior officials from different ministries, high officials from embassies and high commissions, former diplomats, senior civil and military officials, media, academia, researchers, faculties and students from various universities, and representatives from international organisations participated in the seminar and enriched it by presenting their valuable questions, opinions, comments, suggestions, and observations during the open discussion session.

প্রথম আলো, ১৮ এপ্রিল ২০২৪

এক বন্ধুকে খুশি করতে অন্যের বিরাগভাজন হতে পারি না: সেনাপ্রধান

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বিস আয়োজিত প্রতিরক্ষা কূটনীতি বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য দেন। ঢাকা, ১৮ এপ্রিল*ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ*

এক বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে যেন অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে না হয়, এ বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) আয়োজিত প্রতিরক্ষা কূটনীতিবিষয়ক সেমিনারে সেনাপ্রধান এ কথা বলেন। রাজধানীতে বিস মিলনায়তনে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেনাপ্রধান বলেছেন, ‘মিয়ানমারের নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু আপনারা জানেন, মিয়ানমারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা নিজেদের ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়ার মতো। কারণ, সব দেশই আমাদের বন্ধু। কাজেই একটি বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে পারি না। এই বাস্তবতা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়।’

সেনাপ্রধান বলেন, এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে সরকারের সব সংস্থাই দেশের স্বার্থের জন্য কাজ করে। সুযোগ খুঁজে বের করা এবং সহায়ক পরিবেশে কাজ করা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বিষয়। একা একা সফলতা অর্জন করা অসম্ভব। কীভাবে সবার সঙ্গে সহযোগিতা করা যায়, সেটি হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ।

জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘দেশের স্বার্থ ও কৌশলের জন্য সামরিক কৌশল দরকার এবং এটির মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের অবস্থান ঠিক করি। বিচ্ছিন্নভাবে এটি অর্জন করার সুযোগ নেই। মাঝেমধ্যে আমাদের তাই ভাবনা আসে, কে নেতৃত্ব দেবে বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে। এটি কখনো কখনো সমস্যার তৈরি করে।’

সরকারি কাজ সমন্বয়ের জন্য একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, ‘অনেক বিষয় আছে, যেটি আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ করতে পারিনি। কারণ, পরবর্তীতে সেটি আমাদের হাতে থাকেনি। যখনই আমি ব্যবসা

খাতের জন্য একটি সম্ভাবনা খুঁজে বের করলাম, সেটি পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চলে যায়। কাজেই এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, সেটি আমি সমর্থন করি এবং মনে করি, একটি সংস্থা দরকার, যেটি সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করবে যার মাধ্যমে যেটি অর্জন করা হয়েছে, সেটি হারিয়ে যাবে না এবং এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঠিক করবে।'

নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, 'অভিপ্রায় হঠাৎ করে বদলে যেতে পারে। কিন্তু সক্ষমতা হঠাৎ করে বদলায় না। আজ একজন বন্ধু আছে কিন্তু কাল সে বন্ধু না–ও থাকতে পারে। জাতীয় স্বার্থ ও মাতৃভূমি সুরক্ষার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র "সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়" এবং সামরিক বাহিনী পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সবকিছু করছে।' তিনি বলেন, 'সামরিক বাহিনীর মূল কাজ হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং আমরা এটি কখনো ভুলি না। আমরা সব সময় এর জন্য তৈরি।'

চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার উজ্জামান অনুষ্ঠানে বলেন, 'অনেকের হয়তো প্রতিরক্ষা কূটনীতি নিয়ে ভুল ধারণা আছে কিন্তু আমাদের কূটনীতিকেরা এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি খুব ভালোমতো বোঝেন।'

বিসের চেয়ারম্যান এফ এম গওসুল আজম সরকার বলেন, বৃহৎ পররাষ্ট্রনীতির পরিসরে প্রতিরক্ষা কূটনীতি কাজ করে।

বাংলা ইনসাইডার, ১৮ এপ্রিল ২০২৪

এক বন্ধুকে খুশি করতে অন্যের বিরাগভাজন হতে পারি না: সেনাপ্রধান

ইনসাইডার ডেস্ক

সেনাবাহিনী প্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, দেশের স্বার্থ ও কৌশলগত অর্জনের জন্য সামরিক কৌশল দরকার এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের অবস্থান ঠিক করি। বিচ্ছিন্নভাবে এটি অর্জন করার সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, সব দেশই আমাদের বন্ধু। কাজেই একটি বন্ধু রাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে পারি না।

বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) আয়োজিত প্রতিরক্ষা কূটনীতিবিষয়ক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

সেনাপ্রধান বলেন, মিয়ানমারের নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু আপনারা জানেন, মিয়ানমারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা নিজেদের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়ার মতো। কারণ, সব দেশই আমাদের বন্ধু। কাজেই একটি বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে পারি না। এই বাস্তবতা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়।

তিনি বলেন, যেকোন দেশের জাতীয় নীতিই নির্ধারণ করে, কেমন হবে প্রতিরক্ষা কূটনীতি। এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে একা একা সফলতা অর্জন করা অসম্ভব। কীভাবে সবার সঙ্গে সহযোগিতা করা যায়, সেটি হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ।

এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, অভিপ্রায় হঠাৎ করে বদলে যেতে পারে, কিন্তু সক্ষমতা হঠাৎ করে বদলায় না। আজ একজন বন্ধু আছে কিন্তু কাল সে বন্ধু নাও থাকতে পারে। জাতীয় স্বার্থ ও মাতৃভূমি সুরক্ষার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

তিনি আরও বলেন, সামরিক বাহিনীর মূল কাজ হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। আমরা এটি কখনও ভুলি না। আমরা সব সময় এর জন্য তৈরি।

সময়ের আলো, ১৮ এপ্রিল ২০২৪
সামরিক বাহিনী পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করছে: সেনাপ্রধান
কূটনৈতিক প্রতিবেদক

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি অর্জনে অবদান রাখতে এবং দেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করায় অবদান রাখতে সবকিছু করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। পাশাপাশি বাইরের এক বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে যেন অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে না হয়, সেদিকেও আমাদের নজর রাখতে হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) আয়োজিত ‘প্রতিরক্ষা কূটনীতি: বাংলাদেশের কৌশল’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেনাবাহিনী

প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) এমন মন্তব্য করেন।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রতিবেশি রাষ্ট্র মিয়ানমারের নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। আবার মিয়ানমারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের (মিয়ানমারের নেতৃত্ব) সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গেলে নিজেদেরকেও ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়ার মতো হয়। কারণ, সব রাষ্ট্রই আমাদের বন্ধু। এই হিসাবে একটি বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হওয়া সম্ভব না। বাস্তবিক এই বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনায় রেখেই কাজ করতে হয়। দেশের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের সকল সংস্থাই কাজ করে। তবে সুযোগ খুঁজে বের করা এবং সহায়ক পরিবেশে কাজ করা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বিষয়। একা একা সফলতা অর্জন করা অসম্ভব। কিভাবে সবার সঙ্গে সহযোগিতা করা যায়, সেটি হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ।

জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রেখে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, কূটনীতি সকল জাতীয় স্বার্থ অর্জনের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। বেসামরিক শক্তির সহায়তায় সেনাবাহিনী দেশে গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, দেশে-বিদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বও পালন করছে। সামরিক কূটনীতি ইস্যুতে তিনি বলেন, দেশের স্বার্থ ও কৌশলের জন্য সামরিক কৌশল দরকার এবং এটির মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের অবস্থান ঠিক করি। বিচ্ছিন্নভাবে এটি অর্জন করার সুযোগ নেই। মাঝেমধ্যে আমাদের তাই ভাবনা আসে, কে নেতৃত্ব দেবে বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে। এটি কখনো কখনো সমস্যার তৈরি করে। অনেক বিষয় আছে, যেটি আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ করতে পারিনি। কারণ, পরবর্তীতে সেটি আমাদের হাতে থাকেনি। যখনই আমি ব্যবসা খাতের জন্য একটি সম্ভাবনা খুঁজে বের করলাম, সেটি পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চলে যায়। কাজেই এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, সেটি আমি সমর্থন করি এবং মনে করি, একটি সংস্থা দরকার, যেটি সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করবে যার মাধ্যমে যেটি অর্জন করা হয়েছে, সেটি হারিয়ে যাবে না এবং এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঠিক করবে।

সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, জাতীয় স্বার্থ ও মাতৃভূমি সুরক্ষার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়’ এবং সামরিক বাহিনী পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সবকিছু করছে। সামরিক বাহিনীর মূল

কাজ হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং আমরা এটি কখনো ভুলি না। আমরা সব সময় এর জন্য প্রস্তুত।

সেমিনারে চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার উজ্জামান, বিসের চেয়ারম্যান এফ এম গওসুল আজম সরকারসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

rtvonline.ocm, 18 April 2024
‘এক বন্ধুকে খুশি করতে অন্যের বিরাগভাজন হতে পারি না’
আরটিভি নিউজ

এক বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে পারি না বলে মন্তব্য করেছেন সেনাপ্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ।

গুগল নিউজে ফলো করুন আরটিভি অনলাইন
বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) আয়োজিত প্রতিরক্ষা কূটনীতিবিষয়ক সেমিনারে তিনি এ মন্তব্য করেন।

এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, মিয়ানমারের নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু আপনারা জানেন, মিয়ানমারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা নিজেদের ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়ার মতো। কারণ, সব দেশই আমাদের বন্ধু। কাজেই একটি বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে পারি না। এই বাস্তবতা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়।

তিনি বলেন, যেকোনো দেশের জাতীয় নীতিই নির্ধারণ করে, কেমন হবে প্রতিরক্ষা কূটনীতি। এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে একা একা সফলতা অর্জন করা অসম্ভব। কীভাবে সবার সঙ্গে সহযোগিতা করা যায়, সেটি হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ।

সেনাপ্রধান বলেন, অভিপ্রায় হঠাৎ করে বদলে যেতে পারে, কিন্তু সক্ষমতা হঠাৎ করে বদলায় না। আজ একজন বন্ধু আছে কিন্তু কাল সে বন্ধু না-ও থাকতে পারে। জাতীয় স্বার্থ ও মাতৃভূমি সুরক্ষার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

তিনি বলেন, সামরিক বাহিনীর মূল কাজ হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। আমরা এটি কখনও ভুলি না। আমরা সবসময় এর জন্য তৈরি।

https://www.rtvonline.com/bangladesh/269605

SonaliNews.com, 18 April 2024

এক বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে যেন অন্যের বিরাগভাজন না হতে হয়

ঢাকা: এক বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে যেন অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন না হতে হয়, সে বিষয়টি খেয়াল রাখার তাগিদ দিয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ।

বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে রাজধানীর ইস্কাটনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে প্রতিরক্ষা কূটনীতি বিষয়ক এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

মিয়ানমার সংকটের প্রসঙ্গ টেনে সেনাপ্রধান বলেন, সে দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে আমাদের। যদিও দেশটির সামরিক বাহিনীর নিজস্ব জটিলতার কারণে সব সম্ভব হচ্ছে না। দেশটির (মিয়ানমার) কোনো কোনো জেনারেলের ওপর (পশ্চিমা) বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আছে। ফলে এই ঝুঁকি বর্তমানে বাংলাদেশ নেবে না। এক বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে যেন অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে না হয়, সেটা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়। নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এমন অবস্থায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব, তা করা হয়েছে।

জাতীয় নীতি থেকে প্রতিরক্ষা কূটনীতি নির্ধারণ হলেও সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এই খাতে বাজেট ও বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ।

তিনি আরও বলেন, বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামরিক বাহিনীর পুর্নগঠনের সক্ষমতা আছে। জাতীয় স্বার্থ ও বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সামরিক বাহিনী সদা প্রস্তুত এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। বৈদেশিক নীতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তার সর্বোচ্চটুকু করছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান এবং রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান। সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

খবরের কাগজ, ১৮ এপ্রিল ২০২৪

এক বন্ধুকে খুশি করতে অন্যের বিরাগভাজন যেন না হই : সেনাপ্রধান

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) আয়োজিত প্রতিরক্ষা কূটনীতিবিষয়ক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

রাজধানীতে বিস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে তিনি বলেন, 'মায়ানমারের নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু দেশটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ অবস্থায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা নিজেদের ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়ার মতো। কারণ সব দেশই আমাদের বন্ধু। একটি বন্ধুরাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে পারি না।'

এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে সরকারের সব সংস্থাই দেশের স্বার্থে কাজ করে- এমন অভিমত দিয়ে সেনাপ্রধান বলেন, 'সুযোগ খুঁজে বের করা এবং সহায়ক পরিবেশে কাজ করা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বিষয়। একা একা সফলতা অর্জন করা অসম্ভব। কীভাবে সবার সঙ্গে সহযোগিতা করা যায়, সেটি হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ।'

সরকারি কাজ সমন্বয়ের জন্য একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান বলেন, 'অনেক বিষয় আছে, যেটি আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ করতে পারিনি। কারণ পরবর্তী সময়ে সেটি আমাদের হাতে থাকেনি। যখনই আমি ব্যবসা খাতের জন্য একটি সম্ভাবনা খুঁজে বের করলাম, সেটি পরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চলে যায়। কাজেই আমি মনে করি একটি সংস্থা দরকার, যেটি সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করবে, যার মাধ্যমে যেটি অর্জন করা হয়েছে, সেটি হারিয়ে যাবে না এবং এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঠিক করবে।'

এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, "আজ একজন বন্ধু আছে কিন্তু কাল সে বন্ধু না-ও থাকতে পারে। জাতীয় স্বার্থ ও মাতৃভূমি সুরক্ষার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' এবং সামরিক বাহিনী পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সবকিছু করছে।"

সেমিনারে চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার উজ্জামান বলেন, 'অনেকের হয়তো প্রতিরক্ষা কূটনীতি নিয়ে ভুল ধারণা আছে। কিন্তু আমাদের কূটনীতিকরা এটির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি খুব ভালোমতো বোঝেন।'

সভাপতির বক্তব্যে বিসের চেয়ারম্যান এফ এম গওসুল আজম সরকার বৃহৎ পররাষ্ট্রনীতির পরিসরে প্রতিরক্ষা কূটনীতি কাজ করে বলে মন্তব্য করেন।

অর্থসূচক, ১৮ এপ্রিল ২০২৪

এক বন্ধু রাষ্ট্রকে খুশি করতে অন্যের বিরাগভাজন হতে পারি না: সেনাপ্রধান

সেনাবাহিনী প্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, দেশের স্বার্থ ও কৌশলের জন্য সামরিক কৌশল দরকার এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের অবস্থান ঠিক করি। বিচ্ছিন্নভাবে এটি অর্জন করার সুযোগ নেই।

বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত 'প্রতিরক্ষা কূটনীতি' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।

সেনা প্রধান বলেন, মাঝে মাঝে আমাদের তাই ভাবনা আসে কে নেতৃত্ব দেবে বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে। এটি কখনও কখনও সমস্যা তৈরি করে। সরকারের সব সংস্থাই দেশের স্বার্থের জন্য কাজ করে। কিন্তু তাদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ।

তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থ ও মাতৃভূমি সুরক্ষার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র– সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়। আর সামরিক বাহিনী পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সবকিছু করছে।সামরিক বাহিনীর মূল কাজ হচ্ছে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং আমরা এটি কখনও ভুলি না। আমরা

সবসময় এটির জন্য তৈরি।

মিয়ানমারের নেতৃত্বের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, মিয়ানমারের নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু আপনারা জানেন যে মিয়ানমারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা নিজেদের ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়ার মতো। কারণ সব দেশই আমাদের

বন্ধু। কাজেই একটি বন্ধু রাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে পারি না। এই বাস্তবতা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত এ এক এম গওসোল আযম সরকার। স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান।

এছাড়া, অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেনেন্টে জেনারেল ওয়াকার উজ্জামানসহ অনেকে।

জনকন্ঠ, ১৮ এপ্রিল ২০২৪

এক রাষ্ট্রকে খুশি করতে অন্যের বিরাগভাজন কাম্য নয় : সেনাপ্রধান
স্টাফ রিপোর্টার

সেনাবাহিনী প্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সব দেশই আমাদের বন্ধু। তাই মিয়ানমারের নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে কিছু বিষয় রয়েছে। তাদের নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু তাদের জেষ্ঠ্য কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা নিজেদের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়ার মতো। কাজেই একটি বন্ধু রাষ্ট্রকে খুশি করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে পারি না। এই বাস্তবতাটি আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত (বিআইআইএসএস) ‘প্রতিরক্ষা কূটনীতি’ শীর্ষক সেমিনার প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিআইআইএসএস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে সেনাপ্রধান আরও বলেন, অভিপ্রায় হঠাৎ করে বদলে যেতে পারে। কিন্তু সক্ষমতা হঠাৎ করে বদলায় না। আজ একজন বন্ধু আছে, কিন্তু কাল সে বন্ধু নাও থাকতে পারে। জাতীয় স্বার্থ ও মাতৃভূমি সুরক্ষার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়। আর সামরিক বাহিনী পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সবকিছু করছে।

তিনি বলেন, অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে সরকারের সব সংস্থাই দেশের স্বার্থের জন্য কাজ করে। সুযোগ খুঁজে বের করা এবং সহায়ক পরিবেশে কাজ করা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বিষয়। একা একা সফলতা অর্জন করা অসম্ভব। কীভাবে সবার সঙ্গে সহযোগিতা

করা যায়, সেটি হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারের সব সংস্থাই দেশের স্বার্থের জন্য কাজ করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ। দেশের স্বার্থ ও কৌশলের জন্য সামরিক কৌশল দরকার এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের অবস্থান ঠিক করি। বিচ্ছিন্নভাবে এটি অর্জন করার সুযোগ নেই। মাঝে মাঝে আমাদের তাই ভাবনা আসে কে নেতৃত্ব দেবে বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে। এটি কখনও কখনও সমস্যার তৈরি করে বলে তিনি জানান।

এসময় সরকারি কাজ সমন্বয়ের জন্য একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, অনেক বিষয় আছে যেটি আমরা শুরু করেছিলাম, কিন্তু শেষ করতে পারিনি। কারণ পরবর্তীতে সেটি আমাদের হাতে থাকেনি। যখনই আমি ব্যবসা খাতের জন্য একটি সম্ভাবনা খুঁজে বের করলাম, সেটি পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চলে যায়। কাজেই এখানে যে প্রস্তাব এসেছে সেটি আমি সমর্থন করি এবং মনে করি একটি সংস্থা দরকার যেটি সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করবে যার মাধ্যমে যেটি অর্জন করা হয়েছে সেটি হারিয়ে যাবে না এবং এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঠিক করবে। সামরিক বাহিনীর মূল কাজ হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং আমরা এটি কখনও ভুলি না। আমরা সবসময় এটির জন্য তৈরি।

সেমিনারে চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেনেন্টে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, অনেকের হয়তো প্রতিরক্ষা কূটনীতি নিয়ে ভুল ধারণা আছে। কিন্তু আমাদের কূটনীতিকরা এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি খুব ভালো মতো বোঝেন। আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার থাকা অবস্থায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, অনেক কূটনীতিক আমার অফিসে আসতেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। যা পরবর্তীতে বিচার-বিবেচনা করা হতো।

এসময় চারটি বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. এএসএম আলী আশরাফ, বিআইআইএসএস'র রিসার্চ ফেলো এএসএম তারেক হাসান শিমুল, দক্ষিণ সুদান জাতিসংঘ মিশনের সাবেক ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) মাইন উল্লাহ চৌধুরী এবং ব্রুনাইয়ের সাবেক রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) মাহমুদ হোসেন।

অধিবেশন শেষে একটি উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় আলোচকরা বলেন, একটি দেশের বৈদেশিক ও নিরাপত্তা নীতির উদ্দেশ্য পূরণে এবং কূটনৈতিক সম্পর্ককে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রতিরক্ষা কূটনীতি একটি কার্যকর কূটনৈতিক হাতিয়ার। এবং সংকট

প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংরাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিরক্ষা কূটনীতিকে বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা দেশের জাতীয় স্বার্থ ও পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। তারা আরও বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ প্রতিরক্ষা কূটনীতির একটি দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশকে বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শনের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী এর গুরুত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দিয়েছে। দেশের কূটনৈতিক অঙ্গনে প্রতিরক্ষা কূটনীতির ধারণা ও আবেদন বিস্তৃত হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন বক্তারা।

বিআইআইএসএস'র চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত এএফএম গওসোল আজম সরকারের সভাপতিতে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, বিআইআইএএসএস'র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান, সাবেক রাষ্ট্রদূত শমসের মুবিন চৌধুরী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশি দূতাবাসের উর্ধ্বতন প্রতিনিধি, উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, সাবেক কূটনীতিকরা।